একটি বিশেষ আবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বিশ্ব-মুসলিমের সাথে একই তারিখে রোযা, ঈদুলফিতর, আরাফাহ্, ঈদুলআযহা পালনের আবেদন

ভুমিকা: বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা শুরু, ঈদুলফিতর, আরাফাহ দিবস ও ঈদুলআযহা পালন বিষয়ে আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এবার বিশ্বের ১৯৩ দেশের মধ্যে ১৭৩ দেশে রোযা শুরু হয় ১৩ এপ্রিল আর মাত্র ২০ দেশে রোযা শুরু হয় ১৪ এপ্রিল ২০২১। তবে এই ২০ টির মধ্যে প্রায় সকল দেশেই দুই দিনে রোযা শুরু হয়। অন্যদিকে ৫৭ টি OIC ভুক্ত মুসলিম দেশের ৫৩ টি দেশ ১৩ এপ্রিল রোযা শুরু করে। লক্ষণীয় যে, বিশ্বের ১৭৪ দেশে ১৩ মে বৃহস্পতিবার ঈদুলফিতর পালন করেছে যা মুসলিম জনগোষ্টির ৯০% এর ও বেশি। দুর্ভাগ্যজনক যে OIC ভুক্ত মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও বাংলাদেশ বিশ্ব-মুসলিমের সাথে এবারেও রোযা শুরু ও ঈদুলফিতর পালন করতে পারেনি।

একই তারিখে রোযা, ঈদুলফিতর, আরাফাহ্, ঈদুলআযহা পালনের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান এর আলোকে পর্যালোচনা:

১) কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ :

ক. সুরা আলবাক্বরার ১৮৫ নং আয়াত অনুযায়ী রমযান মাস শুরুর সাক্ষ্য পাওয়ার ভিত্তিতে রোযা শুরু করা ফরজ বা অত্যাবশ্যক। খ. সুরা আততাওবার ৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ১২ মাসে বছর হয়। গ. সুরা আলবাক্বরার ১৮৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ১২টি নতুন চাঁদ (হেলাল) ১২ চান্দ্রমাসের সূচনাকারী মানব জাতির জন্য।

২) রাসুল (স.) এর সহীহ হাদীস অনুযায়ী:

ক. তোমরা নবচন্দ্র (হেলাল) দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু কর, এবং নবচন্দ্র দেখার ভিত্তিতে রোযা শেষ কর। (বুখারী, মুসলিম)।
খ. মুসলিম উম্মাহর যে কোন দুই জনের সাক্ষ্য পেলে তোমরা রোযা রাখ এবং ঈদ পালন কর। (নাসায়ী, আবু দাউদ)।
গ) কুরাইব (রহ.) সুত্রে বর্ণিত একটি হাদীস যার কারণে আলেম সমাজের একাংশ নিজ দেশে নূতন চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। লক্ষণীয় যে, রসূল (স.) এর মৃত্যুর ৩০ বছর পর, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে ইহা একজন সাহাবীর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত, যাহা বিশ্বের বরেণ্য ইমাম ও আলেমগন সঠিক হাদীস হিসাবে গ্রহণ করেননি।

৩) চার মাযহাব, বিশ্ব বরেণ্য ফকিহ্গণ, দেওবন্দ ও হাটহাজারীর বিশিষ্ট আলেমবৃন্দের ফতোয়া :

'পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে/দেশে নবচন্দ্র দেখা প্রমাণিত হলে সকল দেশের মুসলিমদের রোযা রাখা ফরয হবে, চাই সে দেশ কাছে হোক বা দূরে হোক। আর যে নূতন চাঁদ দেখেনি শরীয়তের দৃষ্টিতে সে তারই মত আমল করবে যে দেখেছে। নূতন চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহনীয় নয়'।

৪) নবচন্দ্র-দেখা নিজ দেশে চোখে দেখা হতে পারে, অথবা কাছে বা দুরে পৃথিবীর যে কোন দেশ/স্থানে দেখার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও হতে পারে।

৫) আগেকার দিনে কাঠির ছায়া মেপে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখে ইফতার, নামাজের ওয়াক্ত ঠিক করা হতো, পূর্বাকাশে সাদা-কালো রেখা দেখে সুবহে-সাদিক, সাহরির সময় ঠিক করা হতো। বর্তমানে ঘড়ির সময় দেখে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে স্থায়ী সৌর-পঞ্জিকা তৈরী করা হয়েছে, যা এখন বিশ্বের সকলেই অনুসরণ করছে।

৬) অনুরূপভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় নবচন্দ্র উদয়ের ও দৃশ্যমান হওয়ার সময় এবং স্থান সূক্ষাতিসূক্ষ নির্ভুলতায় নির্ধারণ করে এখন নিখুঁত স্থায়ী চান্দ্রপঞ্জিকা তৈরী করা হয়েছে, যা বিশ্বের প্রায় সকলেই অনুসরণ করছে।

৭) বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৫৭ মুসলিম দেশের সংগঠন ও,আই,সি (OIC) এর ১৯৮৬ সালের সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত :

'যদি কোন এক দেশে/অঞ্চলে নবচন্দ্র উদয় প্রমাণিত হয়, তবে বিশ্বের সকল মুসলিমকে অবশ্যই ইহা মেনে চলতে হবে। নতুন চাঁদ উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণীয় নয়। কারণ রোযা শুরু এবং শেষ করার বিধান বিশ্বজনীন'।

৮) ২০১৭ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত:

২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারী এবং ২ ফেব্রুয়ারী তারিখে হিজরি ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদের সাথে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক মত বিনিময় সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় নূতন-চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলেও বিষয়টির উপর পরবর্তীতে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে সভা শেষ করা হয়; কিন্তু অদ্যাবধি আর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

উপসংহার: এবছর বাংলাদেশ সহ ৩/৪ টি দেশ ছাড়া বাকি সকল ও,আই,সি (OIC) ভুক্ত দেশ বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক দিনে রোযা-ঈদ পালন করেছে। অতএব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সাথে সংহতি রেখে বাংলাদেশের মুসলিমদের **একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার** (যা অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) অনুসরন করে একই তারিখে রোযা-ঈদ ও আরাফাত দিবস পালন করার সুযোগ দান করুন, যাহাতে বিশ্বের সকলের সাথে আগামী ১৯ জুলাই আমরা আরাফাত দিবস পালন এবং ২০ জুলাই ২০২১ মঙ্গলবার, ঈদুল আযহা বা কুরবানির ঈদ পালন করতে পারি।

শাহ্ সুফি আল্লামা রেজাউল করিম বাবলু
সংসদ সদস্য, বগুড়া-৭

নিবেদক

আল্লামা প্রফেসর ড.এম. শমশের আলী
প্রতিষ্ঠাতা ভিসি,উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাউথ ইষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি, হিজরী ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদ, বাংলাদেশ

মাওলানা ড. প্রফেসর সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মা'রুফ
OIC স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হক
প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড
মহাসচিব, হিজরী ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদ, বাংলাদেশ।

হিজরী ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন পরিষদ, বাংলাদেশ
৩/বি-কলাবাগান, উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। ই-মেইল: mdehuq@gmail.com

একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার ১৪৪২-১৪৪৩

জিলকুদ
হিজরী ১৪৪২ — জুন-জুলাই খ্রিস্টাব্দ ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
৩০ ১০						১ ১১
২ ১২	৩ ১৩	৪ ১৪	৫ ১৫	৬ ১৬	৭ ১৭	৮ ১৮
৯ ১৯	১০ ২০	১১ ২১	১২ ২২	১৩ ২৩	১৪ ২৪	১৫ ২৫
১৬ ২৬	১৭ ২৭	১৮ ২৮	১৯ ২৯	২০ ৩০	২১ ১	২২ ২
২৩ ৩	২৪ ৪	২৫ ৫	২৬ ৬	২৭ ৭	২৮ ৮	২৯ ৯

জিলহজ্ব
হিজরী ১৪৪২ — জুলাই-আগষ্ট খ্রিস্টাব্দ: ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১ ১১	২ ১২	৩ ১৩	৪ ১৪	৫ ১৫	৬ ১৬
৭ ১৭	৮ ১৮	৯ ১৯	১০ ২০	১১ ২১	১২ ২২	১৩ ২৩
১৪ ২৪	১৫ ২৫	১৬ ২৬	১৭ ২৭	১৮ ২৮	১৯ ২৯	২০ ৩০
২১ ৩১	২২ ১	২৩ ২	২৪ ৩	২৫ ৪	২৬ ৫	২৭ ৬
২৮ ৭	২৯ ৮					

মুহাররম
হিজরী ১৪৪৩ — আগষ্ট-সেপ্টেম্বর খ্রিস্টাব্দ ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		১ ৯	২ ১০	৩ ১১	৪ ১২	৫ ১৩
৬ ১৪	৭ ১৫	৮ ১৬	৯ ১৭	১০ ১৮	১১ ১৯	১২ ২০
১৩ ২১	১৪ ২২	১৫ ২৩	১৬ ২৪	১৭ ২৫	১৮ ২৬	১৯ ২৭
২০ ২৮	২১ ২৯	২২ ৩০	২৩ ৩১	২৪ ১	২৫ ২	২৬ ৩
২৭ ৪	২৮ ৫	২৯ ৬	৩০ ৭			

সফর
হিজরী ১৪৪৩ — সেপ্টেম্বর-অক্টোবর খ্রিস্টাব্দ ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১ ৮	২ ৯	৩ ১০
৪ ১১	৫ ১২	৬ ১৩	৭ ১৪	৮ ১৫	৯ ১৬	১০ ১৭
১১ ১৮	১২ ১৯	১৩ ২০	১৪ ২১	১৫ ২২	১৬ ২৩	১৭ ২৪
১৮ ২৫	১৯ ২৬	২০ ২৭	২১ ২৮	২২ ২৯	২৩ ৩০	২৪ ১
২৫ ২	২৬ ৩	২৭ ৪	২৮ ৫	২৯ ৬		

রবিউল আউয়াল
হিজরী ১৪৪৩ — অক্টোবর-নবেম্বর খ্রিস্টাব্দ ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
					১ ৭	২ ৮
৩ ৯	৪ ১০	৫ ১১	৬ ১২	৭ ১৩	৮ ১৪	৯ ১৫
১০ ১৬	১১ ১৭	১২ ১৮	১৩ ১৯	১৪ ২০	১৫ ২১	১৬ ২২
১৭ ২৩	১৮ ২৪	১৯ ২৫	২০ ২৬	২১ ২৭	২২ ২৮	২৩ ২৯
২৪ ৩০	২৫ ৩১	২৬ ১	২৭ ২	২৮ ৩	২৯ ৪	৩০ ৫

রবিউস সানি
হিজরী ১৪৪৩ — নবেম্বর-ডিসেম্বর খ্রিস্টাব্দ ২০২১

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
১ ৬	২ ৭	৩ ৮	৪ ৯	৫ ১০	৬ ১১	৭ ১২
৮ ১৩	৯ ১৪	১০ ১৫	১১ ১৬	১২ ১৭	১৩ ১৮	১৪ ১৯
১৫ ২০	১৬ ২১	১৭ ২২	১৮ ২৩	১৯ ২৪	২০ ২৫	২১ ২৬
২২ ২৭	২৩ ২৮	২৪ ২৯	২৫ ৩০	২৬ ১	২৭ ২	২৮ ৩
২৯ ৪						

জমাদিউল আউয়াল
হিজরী ১৪৪৩ — ডিসেম্বর-জানুয়ারি খ্রিস্টাব্দ ২০২১-২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১ ৫	২ ৬	৩ ৭	৪ ৮	৫ ৯	৬ ১০
৭ ১১	৮ ১২	৯ ১৩	১০ ১৪	১১ ১৫	১২ ১৬	১৩ ১৭
১৪ ১৮	১৫ ১৯	১৬ ২০	১৭ ২১	১৮ ২২	১৯ ২৩	২০ ২৪
২১ ২৫	২২ ২৬	২৩ ২৭	২৪ ২৮	২৫ ২৯	২৬ ৩০	২৭ ৩১
২৮ ১	২৯ ২	৩০ ৩				

জমাদিউস সানি
হিজরী ১৪৪৩ — জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			১ ৪	২ ৫	৩ ৬	৪ ৭
৫ ৮	৬ ৯	৭ ১০	৮ ১১	৯ ১২	১০ ১৩	১১ ১৪
১২ ১৫	১৩ ১৬	১৪ ১৭	১৫ ১৮	১৬ ১৯	১৭ ২০	১৮ ২১
১৯ ২২	২০ ২৩	২১ ২৪	২২ ২৫	২৩ ২৬	২৪ ২৭	২৫ ২৮
২৬ ২৯	২৭ ৩০	২৮ ৩১	২৯ ১			

রজব
হিজরী ১৪৪৩ — ফেব্রুয়ারী-মার্চ খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১ ২	২ ৩	৩ ৪
৪ ৫	৫ ৬	৬ ৭	৭ ৮	৮ ৯	৯ ১০	১০ ১১
১১ ১২	১২ ১৩	১৩ ১৪	১৪ ১৫	১৫ ১৬	১৬ ১৭	১৭ ১৮
১৮ ১৯	১৯ ২০	২০ ২১	২১ ২২	২২ ২৩	২৩ ২৪	২৪ ২৫
২৫ ২৬	২৬ ২৭	২৭ ২৮	২৮ ১	২৯ ২	৩০ ৩	

শাবান
হিজরী ১৪৪৩ — মার্চ-এপ্রিল খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
						১ ৪
২ ৫	৩ ৬	৪ ৭	৫ ৮	৬ ৯	৭ ১০	৮ ১১
৯ ১২	১০ ১৩	১১ ১৪	১২ ১৫	১৩ ১৬	১৪ ১৭	১৫ ১৮
১৬ ১৯	১৭ ২০	১৮ ২১	১৯ ২২	২০ ২৩	২১ ২৪	২২ ২৫
২৩ ২৬	২৪ ২৭	২৫ ২৮	২৬ ২৯	২৭ ৩০	২৮ ৩১	২৯ ১

রমযান
হিজরী ১৪৪৩ — এপ্রিল-মে খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
১ ২	২ ৩	৩ ৪	৪ ৫	৫ ৬	৬ ৭	৭ ৮
৮ ৯	৯ ১০	১০ ১১	১১ ১২	১২ ১৩	১৩ ১৪	১৪ ১৫
১৫ ১৬	১৬ ১৭	১৭ ১৮	১৮ ১৯	১৯ ২০	২০ ২১	২১ ২২
২২ ২৩	২৩ ২৪	২৪ ২৫	২৫ ২৬	২৬ ২৭	২৭ ২৮	২৮ ২৯
২৯ ৩০	৩০ ১					

শাওয়াল
হিজরী ১৪৪৩ — মে খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		১ ২	২ ৩	৩ ৪	৪ ৫	৫ ৬
৬ ৭	৭ ৮	৮ ৯	৯ ১০	১০ ১১	১১ ১২	১২ ১৩
১৩ ১৪	১৪ ১৫	১৫ ১৬	১৬ ১৭	১৭ ১৮	১৮ ১৯	১৯ ২০
২০ ২১	২১ ২২	২২ ২৩	২৩ ২৪	২৪ ২৫	২৫ ২৬	২৬ ২৭
২৭ ২৮	২৮ ২৯	২৯ ৩০				

জিলকুদ
হিজরী ১৪৪৩ — মে-জুন খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			১ ৩১	২ ১	৩ ২	৪ ৩
৫ ৪	৬ ৫	৭ ৬	৮ ৭	৯ ৮	১০ ৯	১১ ১০
১২ ১১	১৩ ১২	১৪ ১৩	১৫ ১৪	১৬ ১৫	১৭ ১৬	১৮ ১৭
১৯ ১৮	২০ ১৯	২১ ২০	২২ ২১	২৩ ২২	২৪ ২৩	২৫ ২৪
২৬ ২৫	২৭ ২৬	২৮ ২৭	২৯ ২৮	৩০ ২৯		

জিলহজ্ব
হিজরী ১৪৪৩ — জুন-জুলাই খ্রিস্টাব্দ ২০২২

ইয়াওমুস সাবত	ইয়াওমুল আহাদ	ইয়াওমুল ইছনাইন	ইয়াওমুছ ছুলাছা	ইয়াওমুল আরবিয়া	ইয়াওমুল খামীস	ইয়াওমুল জুম'আ
শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
					১ ৩০	২ ১
৩ ২	৪ ৩	৫ ৪	৬ ৫	৭ ৬	৮ ৭	৯ ৮
১০ ৯	১১ ১০	১২ ১১	১৩ ১২	১৪ ১৩	১৫ ১৪	১৬ ১৫
১৭ ১৬	১৮ ১৭	১৯ ১৮	২০ ১৯	২১ ২০	২২ ২১	২৩ ২২
২৪ ২৩	২৫ ২৪	২৬ ২৫	২৭ ২৬	২৮ ২৭	২৯ ২৮	

- হিজরী নববর্ষ- ১ মুহাররম
- আশুরা- ১০ মুহাররম
- নফল সিয়াম- প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার, আইয়্যামে বিষ (প্রতি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)
- আরাফাহ দিবস- জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ
- আইয়্যামে তাশরীক- ৯ জিলহজ্ব বাদ ফজর থেকে ১৩ জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত।

- ঈদুলআযহা- জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ
- সিয়াম-রমযানের ১ম তারিখ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত
- লাইলাতুল কুদর- রমযানের শেষ দশকের ২১, ২৩, ২৫,২৭,২৯ তারিখ
- ঈদুলফিতর- শাওয়াল মাসের ১ তারিখ
- হিজরী বছর (মুহাররম-জিলহজ্ব)- ৩৫৪ দিন